ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার অর্ন্তগত চন্দ্রকোণায় সংগীত বিজ্ঞানী ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর জন্ম হয়েছিল। এই চন্দ্রকোণাতেই তিনি বাল্যকাল অতিবাহিত করেছিলেন। চন্দ্রকোণা ছিল বাংলাদেশের অন্যতম সংগীতচর্চা কেন্দ্র। ক্ষেত্রমোহনের পিতা রাধাকান্ত গোস্বামী-র জীবনের বৃত্তি ছিল বংশ পরম্পরায় পাওয়া কথকতা। পিতার ইচ্ছানুসারে ক্ষেত্রমোহন প্রথম জীবনে কথকতা শিক্ষা করেছিলেন। কিন্তু কথকতা থেকে সংগীত বিদ্যাতেই ক্ষেত্রমোহনের আকর্ষণ ছিল বেশী। পুত্রের মনোভাব বুঝতে পেরে রাধাকান্ত পুত্রের সংগীত শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

সেই সময়ে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ। রাধাকান্ত পুত্রকে সংগীত শিক্ষা দেবার জন্য রামশঙ্করের কাছে নিয়ে গেলে তিনি প্রাচীনকালের গুরুর আদর্শে অন্যান্য শিষ্যদের সঙ্গে ক্ষেত্রমোহনকেও নিজের

গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এইভাবে শুরু হয়েছিল ক্ষেত্রমোহনের সংগীতশিক্ষা। প্রতিভা ও অধ্যবসায়ে তিনি সহজেই সংগীতবিদ্যাকে আয়ত্ত করেছিলেন। ৩০, চড়কডাঙা লেন, বীডন স্কোয়ারের পশ্চিমে-র বাড়ীটিতে ক্ষেত্রমোহন সুদীর্ঘকাল বাস করেছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ক্ষেত্রমোহণকে তাঁর সভাগায়ক পদে নিযুক্ত করেছিলেন। জীবনের প্রায় শেষ সময় পর্যন্ত তিনি ওই পদে নিযুক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহায়তায় ক্ষেত্রমোহন যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন।

ভারতীয় সংগীত ইতিহাসে ঐকতানবাদনের তিনি ছিলেন প্রথম প্রবর্তক। ভারতীয় সংগীতের প্রথম স্বরলিপি রচনা ও তার প্রচার করেছিলেন ক্ষেত্রমোহন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বেলগাছিয়ার নাট্যশালার প্রথম নাটক 'রত্নাবলী'তে প্রথম ঐকতান বাদনের জন্য তিনি দন্ডমাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্তন করেছিলেন। সেই স্বরলিপি প্রণালীই তৎকালিন বাংলার সংগীত সমাজ গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় সংগীতের গবেষণা ও বাংলায় প্রথম সংগীত গ্রন্থ রচনার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন ক্ষেত্রমোহন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি হল, —

১. ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল 'ঐকতান স্বরলিপি' গ্রন্থটি। বেলগাছিয়ায় রত্নাবলী অভিনয়ের জন্য সৃষ্ট ঐকতানকে তখন কন্সার্ট বলা হত। পরে সংস্কৃত অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছিল 'ঐকতান'। ক্ষেত্রমোহন তাঁর প্রথম গুরু-র কাছে বিশেষ করে ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। এ ছাড়া অল্প বয়সেই তিনি জয়দেবের গীতাবলী গুরুর কাছ থেকে শিখেছিলেন। তবে তা কীর্তন পদ্ধতির ছিল না। বিশেষ বিশেষ রাগ ও তালে রামশঙ্কর তাঁকে জয়দেবের পদাবলী শিখিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বৎসর পর তিনি রামশঙ্করের অনুমতি নিয়ে কলিকাতায় এসেছিলেন। কলিকাতায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাগায়ক পদে থাকাকালীন তিনি ২য় সংগীত গুরু রূপে পেয়েছিলেন বারাণসীর বিখ্যাত বীণকার লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্রকে। লক্ষ্মীপ্রসাদের কাছে ক্ষেত্রমোহন প্রধানত যন্ত্রসংগীত শিক্ষা করলেও ধ্রুপদ সংগীত শিখেছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের সভায় লক্ষ্মীপ্রসাদের ন্যায় আরও সর্বভারতীয় যন্ত্রী ও গায়ক ছিলেন। তাঁদের কাছ থেকেও ক্ষেত্রমোহন শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সাধনা ও গুণী সংসর্গে ক্ষেত্রমোহন একাধারে কণ্ঠসংগীত, সেতার, বেহালা ও এসরাজ বাদনে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কলিকাতায় এসে

ক্ষেত্রমোহন সংগীতকে তাঁর জীবনের বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। কলিকাতায় তাঁর সঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরিচয় হয়েছিল। এই যতীন্দ্রমোহন ক্ষেত্রমোহনের সংগীত জীবনের অনেকখানি স্থান জুড়ে ছিলেন। এই গ্রন্থে কানাড়া, কালাংড়া, বেহাগ, বাগেশ্রী প্রভৃতি রাগে এবং সুরফাক্তা, পটতাল, পঞ্চম সওয়ারী প্রভৃতি তালে ৪৮টি গতের স্বরলিপি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি ক্ষেত্রমোহনের এবং ১৯টি শৌরেন্দ্রমোহনের রচিত।

২. পাথুরিয়াঘাটার বঙ্গনাট্যালয়ের সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত, শৌরিন্দ্রমোহনের আনুকুল্যে মুদ্রিত এবং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে উৎসর্গীকৃত 'সংগীতসার' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভারতীয় সংগীতকে প্রণালীবদ্ধ ও বহুসম্মত করার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গুণী গায়ক ও বাদকদের মতানুসারে সংগীতসার গ্রন্থটি ক্ষেত্রমোহন রচনা করেছিলেন। অনেক পরে এ বিষয়ে চেষ্টা করেছিলেন পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখন্ডে। ২টি ভাগে বিভক্ত 'সংগীতসার' গ্রন্থটির ১ম ভাগে গীত, বাদ্য ও নৃত্য বিষয় এবং ২য় ভাগে ক্রিয়া সিদ্ধ বিষয় আলোচিত হয়েছে। গীতকান্ডে রাগের উৎপত্তি, রাগ গানের সময়, বাদী, বিবাদী, সমবাদী, গীতাবলী ভারতের প্রসিদ্ধ গায়কগণের নাম ইত্যাদি আছে। বাদ্যকান্ডে আছে তালের নিয়ম, যন্ত্রের বিবরণ, উৎপত্তি ও ক্রম পরিণতি ইত্যাদির আলোচনা। নৃত্যকান্ডে নৃত্য বিষয় আলোচনা। ক্রিয়াসিদ্ধ অধ্যায়ে আছে সংগীতের অবনতির কারণ, স্বরলিপি পদ্ধতির লোপ ও প্রয়োজনীয়তা, প্রাচীন পদ্ধতীর সংস্করণ করে রক্ষা করা, ইউরোপীয় সংগীতের হারমোনি ও অক্‌টেভ বিষয় বিচার, কণ্ঠসংগীতের তুলনামূলক আলোচনা, সেতার শিক্ষা, গৎ ও রাগাদির আলাপ, তবলার বোল সাধবার নিয়ম ইত্যাদি।

৩. ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সহায়তায় এবং যতীন্দ্রমোহনের সাহায্যে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছিল ক্ষেত্রমোহনের রচিত 'গীতগোবিন্দের স্বরলিপি' গ্রন্থটি। গ্রন্থটিতে বিভিন্ন রাগ ও তালে বদ্ধ জয়দেবের ২৫টি গানের স্বরলিপি আছে। বিভিন্ন রাগ ও তালের ঐ গানগুলি ক্ষেত্রমোহন তাঁর গুরু রামশঙ্করের কাছেই শিখেছিলেন। গ্রন্থের শেষ ১৬ পৃষ্ঠায়

জয়দেবের জীবনী আলোচিত হয়েছে।

৪. ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, টপ খেয়াল ইত্যাদি গানের স্বরলিপির সংকলন গ্রন্থ 'কণ্ঠকৌমুদী'-র ১ম সংস্করণ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এবং ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে। ক্ষেত্রমোহনই প্রথম বাংলা ভাষায় এই প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। ১ম অধ্যায়ে আছে শ্রুতি, সপ্তক, গ্রাম প্রভৃতির সংজ্ঞা ও আলোচনা, অনুলোম, বিলোম সাধনের ১০টি পাঠ, গমক মূর্চ্ছণা ইত্যাদি। ২য় অধ্যায়ে আছে বিভিন্ন রাগে আবদ্ধ স্থায়ী ও অন্তরার স্বরলিপি। চতুরঙ্গ, বিষ্ণুপদ, ত্রিবট, গুলনকস, টপখেয়াল, রাগমালা ও আলাপের স্বরলিপি।

৫. ক্ষেত্রমোহন রচিত এসরাজ শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ 'আশুরঞ্জনী তত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থটির ১ম পৃষ্ঠায় একটি এসরাজের ছবি সহ এসরাজের বিভিন্ন পাঠ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ছাড়া রাজা শৌরীন্দ্রমোহন প্রণীত 'যন্ত্র-ক্ষেত্র-দীপিকা—সেতার শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ'টিতে ৯৪টি স্বরলিপির মধ্যে ৭১টি ছিল ক্ষেত্রমোহনের রচিত।

শৌরিন্দ্রমোহনের প্রতিষ্ঠিত ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'বঙ্গসংগীত বিদ্যালয়' ও ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত 'বেঙ্গল আকাডেমি অব মিউজিক' নামে দুটি সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন। শেষ বয়সে 'বেঙ্গল আকাডেমি অব মিউজিক' থেকে তাঁকে 'সংগীত নায়ক' উপাধি এবং স্বর্ণকেয়ূর পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল।

বহু বড় বড় ব্যক্তিত্বের সমাদর তিনি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভোলানাথ চন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, বেতিয়া ঘরাণার সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র প্রভৃতি গুণীজন। এছাড়া বহিরাগত ওস্তাদদের মধ্যে ধ্রুপদী ও রবাবী বাসৎ খাঁ, রবাবী ও বীণকার কাসিম আলি খাঁ ও তৎকালীন যুগের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক আহম্মদ খাঁ ছিলেন ক্ষেত্রমোহনের গুণগ্রাহী।

ক্ষেত্রমোহনের শিষ্যদের মধ্যে ৩জন ছিলেন স্বনাম ধন্য। (১) পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরবাড়িতে পেয়েছিলেন তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য শৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুরকে। (২) সংগীত তত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সংগীত শিক্ষক

ছিলেন ক্ষেত্রমোহন। (৩) ন্যাসতরঙ্গ বাদক এবং সেতার ও সুরবাহার বাদক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে নবীনকৃষ্ণ হালদার, আনন্দ মিশ্র, গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী পরলোক গমন করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্নমুখী সাঙ্গীতিক প্রচেষ্টা ও সাধনায় যাঁরা সার্থক হয়েছিলেন ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান। সংগীতের ক্রিয়াসিদ্ধ ও ঔপপত্তিক বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে তিনি যেমন 'সংগীত নায়ক' সংজ্ঞার অধিকারী হয়েছিলেন, তেমনি নিজের প্রতিভা ও কর্মকান্ডের জন্যও তিনি ভারতীয় সংগীত ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে আছেন।